# শেক্সপীয়রই আসলে হ্যামলেটই আসলে স্টিফেনই আসলে জয়েসই আসলে . . . অ-যথারীতি

## নীলোৎপল রায়

"Hamlet : A man may fish with the worm that hath eat of a king, and eat of the fish that hath fed of that worm."

[ HAMLET, IV, iii ]

"Stephen : God becomes man becomes fish becomes barnacle goose becomes featherbed mountain."

[ ULYSSES, III – Proteus ]

'ইউলিসিস'-এর স্টিফেন বীজগণিতের সাহায্যে প্রমাণ করে দেয়, যে হ্যামলেটের নাতি হলো আসলে শেক্সপীয়রের ঠাকুর্দা, আর স্টিফেন স্বয়ং হলো তার নিজের বাবার ভূত। স্টিফেনের মতে, শেক্সপীয়র 'হ্যামলেট' নাটকটি লিখেছিলেন এবং হ্যামলেটের বাবার ভূতের ভূমিকায় স্বয়ং অভিনয় করেছিলেন, শুধুমাত্র তাঁর নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে চরিত্রটির সর্বাত্মক বিকাশ মঞ্চে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে। টি. এস. ইলিয়টের মুল্যায়নে 'হ্যামলেট' হলো 'Monalisa of literature' — শেক্সপীয়রের এক শৈল্পিক ব্যর্থতা ('artistic failure')। ইলিয়টের আর এক সমসাময়িক জয়েসও হয়তো একইভাবে পীড়িত হয়েছিলেন এই 'ব্যর্থতা'-য়, যার অনিবার্যতায় 'ইউলিসিস'-এ আমরা 'হ্যামলেট'-এর মিথ আরোপিত হতে দেখি ওডেসীয় মিথ-এর ওপর। বিশেষ করে 'ইউলিসিস'-এর নবম অধ্যায়টি (Scylla and Charybdis) আগাগোড়াই 'হ্যামলেট' প্রাধান্যে ভরপুর। এই অধ্যায়ে 'হ্যামলেট' নাটকের জয়েসকৃত ব্যাখ্যা, প্রতি-ব্যাখ্যা, বিবাহ-পিতৃত্ব-জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অনুভবের উন্মোচন, স্রষ্টা আর সৃষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সম্পর্কহীনতার রসায়ন — ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ে স্টিফেনের মুখ দিয়ে বলানো জয়েসের বক্তব্য রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার মতো।

তরুন লেখক স্টিফেন ডিডালাস শেক্সপীয়রের সৃজন-স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী, পিতা-পুত্রের রক্ত-সম্পর্কিত ঐক্যে অবিশ্বাসী। তাই হ্যামলেটের মতো স্টিফেনকেও বিসর্জন দিতে হয় পিতৃপ্রেম, আর নিজেকে মুক্ত করতে হয় বন্ধুত্বের-পারিবারিকতার-পিতৃত্বের-সংস্কৃতির যাবতীয় যোগসূত্র থেকে। উদ্দেশ্য — স্বাধীন স্বকীয় সত্ত্বা অর্জন করা, এবং তা বজায় রাখা, যা ঋদ্ধ করবে তার সৃষ্টিশীল অস্তিত্বকে। স্টিফেনের মতে, শেক্সপীয়রের নাটকগুলি হলো 'distorted autobiographies', এবং শেক্সপীয়রের চরিত্রগুলি আদতে তাঁরই জীবনের সঙ্গে জড়িত বাস্তব

মানুষজন। ‘Scylla and Charybdis’ অধ্যায়ের শুরুতে লাইব্রেরীয়ান মিঃ লিস্টার উল্লেখ করে গ্যেটের ‘Wilhelm Meister’ নামক উপন্যাসটির, যার কেন্দ্রীয় চরিত্রটি ‘হ্যামলেট’ নাটকটিকে নিজের মতো করে নিয়ে অনুবাদ ও অভিনয় করে। লিস্টারের মতে, কেন্দ্রীয় চরিত্রটির এই ধরনের মানসিক প্রবনতা এই সত্যই উন্মোচন করে যে আসলে সে — “a hesitating soul taking arms against a sea of troubles, torn by conflicting doubts, as one sees in real life”। লিস্টারের এই উক্তি স্টিফেনের ক্ষেত্রেও হুবহু একই মাত্রায় প্রযোজ্য, কেননা Wilhelm-এর মতো সেও তার প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনে প্রতিনিয়ত হ্যামলেটের আর শেক্সপীয়রের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

স্টিফেনের আত্মজৈবনিক শেক্সপীয়র তত্ত্বের (‘Autobiographical Shakespeare Theory’) মাধ্যমে জয়েস বারবার প্রসঙ্গে এনেছেন হ্যামলেটকে। অস্তিত্ব-সত্ত্বা-অস্মিতার সঙ্কটে জর্জরিত স্টিফেনের হ্যামলেটের মধ্যে আত্মিকভাবে বিলীন হয়ে যাওয়ার মরিয়া উন্মাদনা তার নিজের স্কিজোফ্রেনিক সংশয়কেই (schizophrenic anxiety) প্রকট থেকে প্রকটতর করে তোলে। শেক্সপীয়র যে জয়েসকে কতখানি প্রভাবিত করেছিলেন, তা বোঝার জন্য স্টিফেনের অর্ধ-সচেতন হ্যামলেট-খ্যাপামির তথা শেক্সপীয়র-খ্যাপামির ( যা আসলে জয়েসের শেক্সপীয়র-খ্যাপামিরই পরোক্ষ প্রতিফলন ) অগুনতি উদাহরনগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রত্যক্ষ করাই যথেষ্ট।

‘ইউলিসিস’-এর তৃতীয় অধ্যায়ে (Proteus) স্টিফেন ‘Hamlet hat’-এর কথা বলে, এবং তার অনতিপরেই বলে, “my cockle hat and staff and his my sandals shoon”; যে মন্তব্য আসলে ওফেলিয়ার গাওয়া ব্যালাডের প্রতিধ্বনি ঃ —

“How should I your true love know
From another one?
By his cockle hat and staff,
And his sandal shoon.”

[ IV, v, 23-26 ]

সমালোচক Don Gifford-এর ব্যাখ্যায়, এই ‘cockle hat’ ( যার শামুক-খোলসের মতো ঢেউ খেলানো ধার বা scallop shell হলো তীর্থযাত্রার প্রতীক ) আর এই ‘staff’ আসলে ‘তীর্থযাত্রীরূপী প্রেমিক’ অর্থবোধক সুপরিচিত মেটাফরটির ইঙ্গিতবাহী। ‘হ্যামলেট’ নাটকে গানটি ওফেলিয়ার সাপেক্ষে তাৎপর্যপুর্ণ, কেননা তাঁর প্রেমিক রাজপুত্র, তীর্থযাত্রী না হলেও, নির্বাসিত। পোলোনিয়াস খুন হওয়ার পর হ্যামলেটকে ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ক্লডিয়াস। একইভাবে, স্টিফেন বেছে নেয় স্বেচ্ছা-নির্বাসন ঃ —

“I will not sleep here tonight. Home also I cannot go.”

পিতৃত্ব প্রসঙ্গে ভাবতে-ভাবতে আয়ারল্যান্ডের দম-আটকে-মারা গোঁড়ামির প্রেক্ষিতে স্টিফেনের মনে জিজ্ঞাসা জাগে — “Where is dear Arius to try conclusions?” এই আলংকারিক প্রশ্ন, আসলে গারট্রুডের শয়নকক্ষে তাঁর প্রতি হ্যামলেটের বক্তব্যের প্রতিফলন ( যখন হ্যামলেট অনুমান করে যে তাঁকে প্রতারনা করার প্রবণতা গারট্রুডের পূর্বপরিকল্পিত ) ঃ —

“No, in despite of sense and secrecy,
Unpeg the basket on the house’s top,
Let the birds fly, and, like the famous ape,
To try conclusions, in the basket creep
And break your own neck down.”

[ III, iv, 192-196 ]

স্টিফেনের এইভাবে নাগাড়ে নিজেকে হ্যামলেট হিসেবে এবং শেক্সপীয়র হিসেবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা, আর নিজেকে তার এই রোল-মডেলদের পাশে দাঁড় করিয়ে, তার আত্মজৈবনিক শেক্সপীয়র তত্ত্ব আওড়ে মিল-গরমিল খোঁজা, বারবার প্রমান করে দেয় যে তার চেতনা ও শিল্পীসত্ত্বা অস্তিত্ব-সংকটে (identity crisis) পীড়িত। হ্যামলেটের বাবার ভূতের ভূমিকায় শেক্সপীয়রের অভিনয় করা প্রসঙ্গে সমালোচক Cixous-এর মন্তব্য বর্তমান প্রেক্ষিতে প্রণিধানযোগ্য : — “To write Hamlet, and in creating it to make oneself, is away of being one’s own progenitor.” ‘ইউলিসিস’-এর স্টিফেন যখন নিজের আত্মজৈবনিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে ব্যর্থ হয় , তখন সে সসতর্ক সচেতনতায় রূপান্তরিত হতে চায় হ্যামলেটে — সেই চরিত্রে যে শেক্সপীয়রকে রূপান্তরিত করেছিলো তাঁর নিজের পূর্বপুরুষে — এবং এইভাবে এই প্রতি-প্রক্রিয়ায় স্টিফেন নিজেকে রূপান্তরিত করে তার নিজের পূর্বপুরুষে, অন্তত মানসিকভাবে।

জয়েসের উপর শেক্সপীয়রের প্রভাব এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। স্টিফেনের অস্তিত্ববোধকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে লিওপোল্ড ব্লুমের মানসিক চেতনাজগতের মধ্যে গেঁথে দেন তিনি। আর স্টিফেনের শেক্সপীয়র-খ্যাপামির সূত্রে লিওপোল্ডকেও শেক্সপীয়র সংক্রান্ত এক ট্র্যাজিকমিক সম্পর্কের রসায়নে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফ্যালে জয়েসকৃত এই মননের পারস্পরিক বুনোন। কেননা গোড়া থেকেই, লিওপোল্ডকে জয়েস উপস্থাপিত করেন এমন একটি চরিত্র হিসেবে যার জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলে যায় স্টিফেন প্রবক্ত শেক্সপীয়রের জীবনের সঙ্গে। শেক্সপীয়রের মতো লিওপোল্ডও

এক অসতী স্ত্রীর স্বামী (cuckold); শেক্সপীয়রের যেমন একটি মেয়ে (Marina) ছিলো — ( বাস্তবে শেক্সপীয়রের দুটি মেয়ে ছিলো ) — লিওপোল্ডও তেমন এক মেয়ের (Milly) বাবা; লিওপোল্ডের ছেলে (Rudy) এগারো বছর বয়সে মারা যায়, ঠিক যেমনভাবে মারা গিয়েছিলো শেক্সপীয়রের ছেলে (Hamnet) এগারো বছর বয়সেই; বাবার মৃত্যু লিওপোল্ডকে মানসিকভাবে ধ্বস্ত করে দেয়, ঠিক যেমনটি করেছিলো শেক্সপীয়রকেও। আবার 'ইউলিসিস'-এর অষ্টম অধ্যায়ে (The Lestrygonians) লিওপোল্ড যখন 'হ্যামলেট' নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের পংক্তি আওড়ায় ঃ —

"Hamlet, I am thy father's spirit
Doomed for a certain time to walk the earth."

তখন তাঁর এই উচ্চারণ প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ে ওঠে অবচেতনে হ্যামলেটের বাবার ভূত হয়ে যাওয়া লিওপোল্ডের interior monologue। জয়েস তাঁর এই analogy-কে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলেন, যখন এর অব্যবহিত পরেই লিওপোল্ডের অনতিদুরে আপেল-বিক্রেতা মেয়েটি বাবার ভূতের ডাকে সাড়া দেওয়া হ্যামলেটের মতো করেই হাঁক পাড়ে — "Two apples a penny! Two for a penny!" এবং এরই প্রতিধ্বনি ফের শোনা যায় পরের অধ্যায়েই, যখন ন্যারেটর জয়েস জানান যে স্টিফেনের কানে 'হ্যামলেট' শব্দটি ধাক্কা মারে হ্যামলেটের বাবার ভূতের অতিপ্রাকৃত স্বর হয়ে যার আদেশে হোরেশিও মেনে নেয় হ্যামলেটের ইচ্ছা — "Art thou there, truepenny?"

সমাধানহীন হেঁয়ালি নিয়ে স্টিফেনের খেলা করার অভ্যেসও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ইঙ্গিত করে তার নিজের অস্তিত্ব সংক্রান্ত আত্ম-সচেতনতার দিকেই। যেমন 'ইউলিসিস'-এর নবম অধ্যায়ে (Scylla and Charybdis) স্টিফেন চিন্তামগ্ন কিছু না-ঘটা সম্ভাব্যতা নিয়ে — "what Caesar would have lived to do had he believed the soothsayer : what might have been : possibilities of the possible as possible : things not known : what name Achilles bore when he lived among women"। শেক্সপীয়র সংক্রান্ত স্টিফেনের আত্মজৈবনিক তত্ত্বও না-ঘটা সম্ভাব্যতাকেই ধর্তব্য বলে গণ্য করে, এবং 'the possibility of the possible as possible'-কেই (যেমন — শেক্সপীয়রের ভাইদের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী Anne Hathaway-র ব্যাভিচার) সত্য বলে মেনে নেয় প্রামাণ্য যুক্তি ছাড়াই, ভিত্তিহীনভাবে। এই সমস্ত সমাধানহীন হেঁয়ালিগুলির মুল নিহিত আছে প্রকৃতিগতভাবে হেঁয়ালিগুলির ব্যক্তিগত ও গোপনীয় হওয়ার মধ্যে। স্টিফেন যদি এইসব একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পৃক্ত হেঁয়ালির সমাধান খুঁজে বার করতে সমর্থ হতো, তবেই তার পক্ষে সম্ভব হতো শেক্সপীয়রের ব্যক্তিগত জীবনের পর্দা উন্মোচন করে তাঁর গোপন কথা জানা ও তাঁকে বোঝা।

এই নবম অধ্যায়েই স্রষ্টা শেক্সপীয়রের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদ্বয় হ্যামলেট আর হ্যামলেটের বাবার ভূতের সঙ্গে শেক্সপীয়রের সম্পর্ক প্রসঙ্গে স্টিফেন প্রশ্ন তোলে, যে দুজনের মধ্যে কে চরিত্রগতভাবে শেক্সপীয়রের অধিকতর সদৃশ — "A father, Stephen said, battling against hopelessness, is a necessary evil. He wrote the play in the months that followed his father's death. If you hold that he, a graying man with two marriageable daughters, with thirty five years of life, nel mezzo del cammin di nostra vita, with fifty of experience, is the beardless undergraduate from Wittenberg then you must hold that his seventy year old mother is the lustful queen." শেক্সপীয়র যে হ্যামলেট নন, একথা স্টিফেন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে এই সব জীবনীমূলক তথ্যের ভিত্তিতে, যে নিজের বাবার (John Shakespeare) মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 'হ্যামলেট' নাটকটি লেখার সময় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক শেক্সপীয়র দুটি বিবাহযোগ্যা মেয়ের বাবা হিসেবে যে অবস্থায় ছিলেন, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র তিরিশ বছরের হ্যামলেটের পারিপার্শ্বিকতা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্টিফেনের উল্লিখিত ইতালীয় ভাষার বাক্যাংশটি হলো দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'-র প্রথম পংক্তি, যে রূপকের মাধ্যমে দান্তে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেন জীবনের সমস্যাসঙ্কুল জঙ্গলের মাঝখানে, যেখানে তিনি সাক্ষাৎ পান পূর্বসূরী ভার্জিলের। ভার্জিল ও দান্তের এই সম্পর্ক, শেক্সপীয়র আর জয়েস / স্টিফেন সম্পর্কের এবং তাঁদের মৃত্যু-পরবর্তী-জীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রার সূচক। বাস্তবে দান্তে যেমন ভার্জিলের 'spiritual son', তেমনই স্রস্টা দান্তে আবার একাধারে তাঁর সৃস্ট দুই চরিত্র — ভার্জিল ও দান্তে, উভয়েরই পিতা। একইভাবে স্রস্টা জয়েসও হয়ে ওঠেন তাঁর সৃস্ট চরিত্র স্টিফেন, এবং পুনরায় তাঁরই সৃস্ট চরিত্র লিওপোল্ড (যে আবার স্টিফেনের 'spiritual father') — উভয়েরই পিতা। পিতার সঙ্গে পিতার আর পিতার সঙ্গে পুত্রের এই তত-জটিল-নয় সম্পর্কগুলি এই বার্তাই বহন করে, যে পিতা ও পুত্রের সম্পর্কের তফাৎ নিছকই আপেক্ষিক, কেননা যেকোন পুত্রই পিতা হতে পারে। হ্যামলেট আর তাঁর পিতা-পুত্র সম্পর্কের দ্বন্দ্বের সঙ্গে এইভাবেই স্টিফেনকে একাকার করে দেন শেক্সপীয়র-খ্যাপা জয়েস।

আবার শেক্সপীয়রের সত্তর বছরের বুড়ী মাকে স্টিফেন যখন 'lustful queen' গারট্রুড বলে বসে, তখন তাঁর অবচেতনে ভেসে বেড়ান শেক্সপীয়রের স্ত্রী Anne Hathaway — যিনি বয়সে ছিলেন শেক্সপীয়রের চেয়ে বড়, এবং যিনি শেক্সপীয়রের সঙ্গে তাঁর বিয়ের সময় ছিলেন বিধবা। এই সাপেক্ষে আবার শেক্সপীয়র হয়ে ওঠেন ক্লডিয়াস; আর Anne Hathaway, বলাবাহুল্য, ব্যাভিচারিনী রাণী গারট্রুড — যিনি আবার 'ইউলিসিস'-এ হয়ে ওঠেন মলি ব্লুম (তথা বাস্তব জীবনে জয়েসের স্ত্রী Nora Barnacle); এবং অতি অবশ্যই, দান্তের নাম উল্লেখের সূত্র ধরে, দান্তের প্রেমিকা তথা 'ডিভাইন কমেডি'-র নায়িকা — Beatrice। আবার 'ইউলিসিস'-এর পঞ্চদশ অধ্যায়ে

(Circe) হ্যালুসিনেশন দৃশ্যে Paddy Dignam-এর বিধবা বৌ যখন স্বামীর শেষকৃত্য অবহেলা করে সাজগোজ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে — ("rouging and powdering her cheeks, lips and nose") — তখন যেন তাঁর চরিত্রে সমাপতন ঘটে বিধবা রাণী গারট্রুডের, যার প্রতি হ্যামলেট উগরে দেয় তাঁর নিদারুন ক্ষোভ ঃ —

"Ere yet the salt of most unrighteous tears
Had left the flushing in her galled eyes,
She married."

[I, ii, 154-156]

গারট্রুড যে স্বেচ্ছায়, নিছকই কামতাড়িত হয়ে (প্রেমতাড়িত হয়ে নয়) এ কাজ করেছে, এবং একথা যে হ্যামলেট জানে, সে ইঙ্গিতও হ্যামলেট দিতে ছাড়ে না ঃ —

"You cannot call it love; for at your age
The heyday in the blood is tame, it's humble,
And waits upon the judgement;"

[III, iv, 68-70]

এইভাবে ক্রমশই পিতা-শেক্সপীয়র / জয়েস / লিওপোল্ড / স্রস্টা-দান্তে / ভার্জিল / পুত্র-হ্যামলেট / স্টিফেন / স্রস্টা-শেক্সপীয়র / প্রেমিক-দান্তে / পিতা-লিওপোল্ড / মলি / গারট্রুড / অ্যান / নোরা / বিয়াত্রিচ / ডিগন্যাম-পত্নী — সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যেমনটি বলেছেন সমালোচক Calvin Edwards — "Ulysses : Shakespeare : the ghost : Bloom : Telemachus : Hamnet Shakespeare : Hamlet : Stephen : Penelope : Anne Hathaway : Gertrude : Molly / the suitors : Shakespeare's brothers : Cladius : Blazes Boylan — all become one." আর শেক্সপীয়র-খ্যাপা জয়েস সব তালগোল পাকিয়ে দিয়ে, তাঁর ঈশ্বরের মতো ঈর্ষণীয় উদাসীনতা নিয়ে, তাঁর নিজের তৈরী ডিডালাসের গোলকধাঁধাসম ভুলভুলাইয়ায় দাঁড়িয়ে, খোদ শেক্সপীয়রের সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন স্বয়ং শয়তানকে, অথবা, এমনকি, শয়তান ও ঈশ্বরের আপৎকালীন কূটনৈতিক আঁতাত প্রসুত সম্মিলিত শক্তিকেও। 'যথা-রীতি' বলে আর কিছুই থাকে না। পড়ে থাকে শুধুমাত্র কিছু শব্দ ... আর শব্দ ... আর শব্দ ... — ঠিক যা বলেছিলো হ্যামলেট, পোলোনিয়াসের প্রশ্নের জবাবে ঃ —

"Words, words, words."

[II, ii, 191]